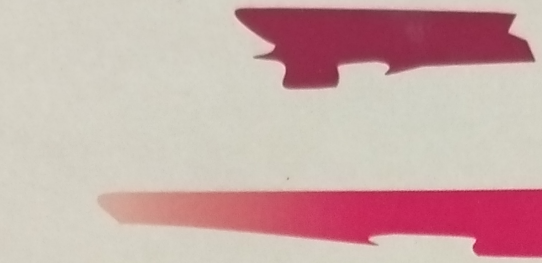

বাঙলা ও বাঙালি

সম্পাদনা

রঞ্জিত সরকার

কঙ্কণ দত্ত

BANGLA O BANGALI,
A Collection of essays on Literature, language, Art and Culture of Bengal
edited by Ranjit Sarkar, Kankan Dutta, Published by Debasis Bhattacharjee,
Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata-9,
November : 2021. Rs. 300.00

গ্রন্থস্বত্ব : সামসি কলেজ

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০২১

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

অক্ষর বিন্যাস
শালিনী ডটস্
১৯/এইচ/এইচ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৬

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN: 978-93-90993-56-7

মূল্য : তিনশো টাকা

হারিয়ে যাওয়ার আগে : শিল্পীসত্তার সন্ধান	১০৬	হজরত উমার ফারুক
নৃত্যের উৎপত্তি এবং ভারতন্যাটম্	১১১	অনুপমা মজুমদার
পাশ্চাত্য বিয়োগান্ত নাটকের ধারা	১১৪	তাপসকুমার বর্মণ
একাঙ্ক নাটকের প্রয়োগভাবনা ও মনসামঙ্গল নাট্য	১১৭	কঙ্কণ দত্ত
সামসির নাট্যচর্চা	১২৪	দীপিকা সরকার
মোহিত চট্টোপাধ্যায়—ছয়টি একাঙ্ক : ভিন্নতর ভাষ্য	১৩৩	আদরি সাহা
মনোজ ভোজের নাটক অথঃ রামরাজ্য কথা :		
সমাজের জগদ্দল পাথরে শাণিত কুঠারাঘাত	১৪০	মৃণালচন্দ্র দাস
বাস্তব প্রেক্ষাপটের আঙিনায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরমার ঝুলি	১৬২	প্রীতিলতা ঝা
ভিন্নস্বরের কাহিনি : স্বর্ণকুমারী দেবীর কাহাকে	১৬৭	মেঘা সরকার
হাস্যরসাত্মক গল্প ও নীতিকথা	১৭০	প্রিয়া দেবনাথ
তেভাগা আন্দোলন : কাব্যিক ব্যঞ্জনায়		
ছোট বকুলপুরের যাত্রী ও হারানের নাতজামাই	১৭২	ইন্তাজুল হক
তিনজনের তিনটি উপন্যাস	১৭৫	সোনালী সরকার
চারমূর্তি : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮১	প্রজ্ঞা দেবনাথ
মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে		
অন্ত্যজশ্রেণি ও আদিবাসীসমাজ	১৮৪	সরিফুল ইসলাম
অস্তিবাদ	১৮৮	রঞ্জিত সরকার
যাওয়া শুরু করলেই ... বাঙলা লিট্‌ল ম্যাগাজিন :		
একটি অসম্পূর্ণ পাঠ	১৯১	ঋষি ঘোষ
লিট্‌ল ম্যাগাজিন : বিক্ষিপ্ত কিছু ভাবনা	১৯৫	ঋতু সরকার
বাঙলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয়		
এবং কবিতা ভাবনা	২০১	মনোজ ভোজ
নতুনত্বে মাইকেল	২১৫	আকবর হোসেন
শোককাব্য হিসাবে 'অশ্রুকণা'	২১৯	সুজাতা পাল
জীবনানন্দ দাশের দু'টি কবিতা	২২৩	রিয়া ঘোষাল
সোনালি কাবিন অমৃতের অভিশাপ :		
অভিশাপের অমৃত	২২৬	সুমন ভট্টাচার্য
সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ	২৫৩	রোকেয়া পারভীন

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ

রোকেয়া পারভীন

বিষ্ণু দে-র কথায় রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার প্রতীক। সাহিত্যের সকল শাখাতেই তাঁর উজ্জ্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি সম্পাদকীয় কাজও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। চব্বিশ বছর বয়স থেকে প্রায় শেষ বয়স পর্যন্ত সম্পাদনার সঙ্গে কম বেশি জড়িত ছিলেন। কখনও মুদ্রিত আবার কখনও মুদ্রিত ভাবে নাম না থেকেও সম্পাদনার কাজে বিভিন্নভাবে নিযুক্ত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ ও পত্রিকা উভয় সম্পাদনা করেছেন।

১২৯২ সালে 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন (রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার যুগ্ম সম্পাদক)। সংকলনে ১১০টি বৈষ্ণবপদের সংকলন, বিশেষ করে মহাজন পদাবলীর সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি রয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় সংস্কার নয়, সাহিত্যরসের কথা বলেছেন। ভূমিকায় সংকলনটির প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখেন,—

> অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি যে বৈষ্ণব কবিগণের
> পরিচয় গ্রহণ করেন না আমাদের বোধ হয়, ইহার
> একমাত্র কারণ বৈষ্ণব কাব্য শাস্ত্রের অতি বিস্তৃতি।
> সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য পদরত্নাবলীর জন্ম।

'বাংলা গদ্য সংকলন' (১৯৩৭-৩৮) প্রকাশের প্রস্তুতি নিলেও সংকলনটি অপ্রকাশিত থেকে যায়। ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে চিঠিতে লিখেছেন, "কবিতা সংকলন করে চারিদিক থেকে গালাগালি খেতে হচ্ছে। ভীমরুলের চাকে আর খোঁচা দেবার ইচ্ছা নেই। (বনফুল, রবীন্দ্রস্মৃতি, গ্রন্থালয়, ২০০০) আবার ৬ অক্টোবর ১৯৩৮, কানন বিহারীকে লিখেছেন, "... পরের কবিতা কুড়োতে তাড়া খাওয়া বোকামির ফল।" (শীলা বসু, 'রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত অপ্রকাশিত বাংলা গদ্য সংকলন' প্রবন্ধ, রবীন্দ্রচর্চা, পত্রিকা, সংখ্যা-৮, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) এই সব বিভিন্ন কারণের জন্য রবীন্দ্রনাথ আর 'বাংলা গদ্য সংকলন'টি প্রকাশ করেননি। সংকলনটিতে ৭৬টি রচনা সংকলিত হয়েছিল। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ অংশ, নাটকের অংশ, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনি, চিঠি প্রভৃতি স্থান পেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৮ সালে 'বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। সংকলনটির আখ্যাপত্রে লেখা আছে "লোক শিক্ষা গ্রন্থমালা - ১' এবং ভূমিকায় লিখেছেন, "এর আদিরসের কবিতা বাদ পড়েছে।" এই সব তথ্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি পাঠ সংকলনের রূপ দিতে চেয়েছিলেন। সংকলনটি একবারই প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালে। রবীন্দ্রনাথ নিজে চিঠিগুলি সংকলন ও সম্পাদনা করেন। ১১ মার্চ, ১৮৯৫ সালে শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লেখেন, "আমাকে একবার তোর চিঠিগুলি দিস—আমি কেবল ওর থেকে আমার